শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

Child Protection Policy

সোস্যাল এ্যান্ড ইকোনমিক এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম -সিপ

বাড়ী # ০৫, সড়ক # ০৪, ব্লক # এ, সেকশন # ১১, মিরপুর, ঢাকা–১২১৬ ।

ফোন : ৯০১ ২৭৮২, ৮০৩ ২২৪৩; ই-মেইল: seepchildrights@yahoo.com

১. ভুমিকা

সিপ মূলত শিশুদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য কাজ করে। সিপ মনে করে সকল শিশুরাই কোন না কোন ভাবে বড়দের দ্বারা নির্যাতিত বা শোষিত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে। এটা খুবই গুরূত্বপূর্ণ যে, শিশুর সংগে কাজ করার জন্য সিপ যাদের নিয়োগ করছে ও শিশুরা যাদের উপর বিশ্বাস রাখছে তাদের দ্বারা যেন শিশু নির্যাতন না ঘটে বা শিশু নির্যাতনের সুযোগ সৃষ্টি না হয়। তাই সিপ এর সংগে যুক্ত প্রত্যেকেরই শিশু নির্যাতন বিষয়টি বোঝা এবং নির্যাতন রোধ ও শিশুকে রক্ষার জন্য নিজ ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জানা অত্যন্ত গুরূত্বর্পূন। এই লক্ষ্যে শিশুর সংগে কাজ করা বা শিশু নির্যাতন নিয়ন্ত্রণে সিপ-এর "শিশু সুরক্ষা নীতিমালা" টি প্রনয়ন করেছে ।

১.ক. সংগঠন পরিচিতি

সোস্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম- সিপ ১৯৮৫ সালে একদল সমাজকর্মীর প্রচেষ্টায় সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অবস্থা উন্নয়নকল্পে একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। শুরুতে সংস্থা সেবাদানমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টিহীন, শীতার্ত ও দরিদ্র শিশুদের কল্যানে নিয়োজিত থাকে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে সিপ মিরপুর ৬ নং সেকশনের বস্তি এলাকার শিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করে এবং প্রায় সমসাময়িক কালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৫ নং ওয়ার্ডে সিপ বেনারসী ও কারচুপি কাজে কর্মরত শিশুদের নিয়ে একটি আলাদা প্রকল্প শুরু করে।

এই প্রকল্পগুলো সিপের ভবিষ্যৎ পরিকল্পায় নতুন চিন্তাচেতনার উদয় করে এবং সংস্থাটি শিশু দ্রারিদ্রের মূল কারন এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য কাজ করতে থাকে। এই সমস্ত কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সিপ ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে তার কর্মকান্ড বিস্তৃত করতে শুরু করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সিপ ১৯৯৯ সাল থেকে শিশু অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ড হাতে নেয় তার বিভিন্ন প্রকল্প ও আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তার ব্যাপ্তি ঘটায়।

১.খ. যৌক্তিকতা

এটা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও নাগরিকদের বেশিরভাগ মৌলিক চাহিদা পূরনে সক্ষম নয়। এ প্রেক্ষিতে শিশুরা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও ঝুঁকির মুখে পতিত হচ্ছে যেহেতু তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে নিরাপদ আবাস, সঙ্গ, শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছেনা। এই শিশুরা বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর মানসিক নির্যাতন থেকে শুরু করে ধর্ষনের মতো ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে সুবিধাভোগি শিশু হিসেবে বিবেচিত স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরাও বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। পরিবার, বিদ্যালয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আশ্রয় স্থান, দাপ্তরিক কার্যালয় থেকে সর্বক্ষেত্রে শিশুরা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের নির্যাতন চলে আসলেও সাম্প্রতিককালে শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিশু নির্যাতনের বিষয়টি ব্যপকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। শিশু অধিকার বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানে শিশুদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি খুবই সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ। এরই প্রেক্ষিতে সিপের সকল কার্যক্রমে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে।

১.গ. অবস্থান

সিপ শিশুদের প্রতি সকল ধরনের নির্যাতন ও শোষণকে প্রত্যাহার করে এবং এর সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, নীতিমালা, কৌশল যাতে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ এবং তাদের সুরক্ষার সাথে সবসময় সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। এক্ষেত্রে সিপ বিশ্বাস করে যে, সিপ এর সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা, কর্মীবৃন্দ, যুক্ত সংগঠনের প্রতিনিধি অথবা সীপের এর সকল কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আচরণ অবশ্যই এই নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক নয়, ব্যক্তি পর্যায়ে অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সিপ ব্যক্তি ও সাংগঠনিক পর্যায়ে এই নীতিমালার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিশু অধিকার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিপ ও এর সদস্যসংগঠনগুলো এই নীতিমালা বাস্তবায়নে কার্যকর ভুমিকা পালন করবে এবং সীপের এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ যাতে নীতিমালার আচরনবিধি মেনে চলে তা নিশ্চিত করবে। নীতিমালার বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা, নিয়োগ ও নির্বাচন প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ এবং অভিযোগের প্রতি সাড়াদান ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনে সিপের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে।

১.ঘ. শিশু সুরক্ষা নীতিমালার ঘোষনা

শিশুর উপর নির্যাতন ও শোষন পৃথিবীর সব দেশ ও সমাজে হয়ে থাকে ।

শিশু নির্যাতন মানে শিশুর অধিকার হরণ ।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বিবৃত শিশু অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল শিশুর অবস্থা উন্নত করা অপরিহার্য । নির্যাতন ও শোষন থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারও এর অন্তর্ভূক্ত ।

শিশুর উপর নির্যাতন কখনোই গ্রহন যোগ্য নয় এবং শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্বিশেষ প্রতিশ্রুতির অর্থ হচেছ সিপের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিশুর নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গীকার ।

২. লক্ষ্যবস্তু

“সীপের যে কোন কার্যক্রমে শিশুকে সকল ধরনের নির্যাতন হতে সুরক্ষা প্রদান” ।

৩. শিশু সুরক্ষা নীতিমালা তৈরীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

উদ্দেশ্য

সিপ এর কর্মী ও এর কাজের সাথে জড়িত অন্যান্য সকলের শিশু নিযার্তন সমস্যা, শিশুর উপর এর প্রভাব, কিভাবে নির্যাতন রোধ করা যায়, নির্যাতনের আশঙ্কা থাকলে কিভাবে শিশুকে রক্ষা করা যায় ও কিভাবে পূনর্বাসন করার যায় তা জানা ।

লক্ষ্য

- শিশু নির্যাতন ও শিশুর উপর এর ঝুঁকি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা ।
- শিশুর সাথে তাদের নিরাপত্তা বিধানে আরও ফলপ্রসূভাবে কাজ করার দিকনির্দেশনা দেয়া ।
- শিশু নির্যাতনের আশঙ্কা থাকলে করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা নিশ্চিত করা ।
- সীপের সকল নীতিমালা, কৌশল, পরিকল্পনা শিশু সুরক্ষা নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন করা ।
- শিশুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সচেতন ও সোচ্চার করতে সহায়তা করা ।

৪. আওতা বা পরিসর

যাদের জন্য প্রযোজ্য

ক. সিপের সকল কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ
খ. সদস্য সংগঠসমূহ
গ. নির্বাহী বোর্ড সদস্য
ঘ. স্বেচ্ছাসেবক
ঙ. চুক্তিবদ্ধ উপদেষ্টা/ পরামর্শদাতা
চ. গবেষক, মূল্যায়নকারী, হিসাব নিরীক্ষক
ছ. ঠিকাদার এবং অন্যান্য সেবাদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান
জ. সিপের কার্যক্রমের সাথো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান
ঝ. পরিদর্শনকারী, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি. গণমাধ্যমকর্মী
ঞ. ইর্ন্টানি

৫. শিশু ও নির্যাতন সংক্রান্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা

ক. শিশুর সংজ্ঞা : জাতিসংঘ শিশু সনদ অনুযায়ী ১৮ বরের নীচে সকল মানব সন্তান শিশু হিসাবে বিবেচিত হবে।

খ. শিশু নির্যাতন : শিশু নির্যাতন হচ্ছে সেইসব প্রক্রিয়া বা কাজ বা কাজের চেষ্টা ও দায়ত্বহীনতা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুকে ক্ষতিগ্রস্থ করে বা তার নিরাপদ ও সুষ্ঠু বিকাশের সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে।

গ. শিশু সুরক্ষা : শিশুর সুরক্ষা হচ্ছে শিশুকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে সেইসব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কাজ বা কাজের চেষ্টা ও দায়িত্বহীনতা থেকে শিশুকে নিরাপদ রাখা ও তার স্বাভাবিক বিকাশকে উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ. শারীরিক নির্যাতন : শারিরীক নির্যাতন হচ্ছে শিশুর ওপর প্রত্যক্ষবা পরোক্ষ শারীরিক আঘাত যেমন শিশুকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে দৈহিক আক্রমন, কোন বস্তু দ্বারা আঘাত করে জখম করা, শিশু আঘাত পেতে পারে এমন বস্তুর সংস্পর্শ থেকে শিশুকে নিরাপদ না রাখা।

ঙ. আবেগ সংক্রান্ত নির্যাতন : আবেগ সংক্রান্ত নির্যাতন হচ্ছে শিশুর কার্যক্রম, পছন্দ, আচরন বা মতামতের ওপর ধারাবাহিক রুঢ়, নেতিবাচক, তিরস্কামূলক মন্তব্য বা অন্য শিশুর ওপর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বা প্রাধান্য দেয়া ইত্যাদি। এর ফলে শিশুর মানসিক বিকাশের ওপর তীব্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় যেমন আবেগীয় নির্যাতনের ফলে শিমু সবসময় গহীনমন্যতায় ভোগে এবং উদ্যমী হতে কুণ্ঠা বোধ করে।

চ. অবহেলা : শিশুর উন্নয়নে শিশুর পরিবার বা তত্ত্বাবধানকারীর প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবেগীয়, পুষ্টিগত, আশ্রয়, নিরাপত্তা, বাসস্থান ইত্যাদি মেটাতে ব্যর্থতা হলো শিশুরে প্রতি অবহেলা।এটি শিশুর স্বাস্থ্য বা শারিরীক, মানসিক, মনোজাগতিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার মাত্রা বৃদ্ধি করে।

ছ. যৌন নির্যাতন : যৌন নির্যাতন হচ্ছে যৌনক্রিয়ায় শিশুকে যুক্ত করা যা অনুধাবন করতে শিশু সক্ষম নয়, এতে অংশগহণ বা সম্মতি প্রদানের জন্য শারিরীক বা মানসিকভাবে প্রস্তুত নয় এবং যা আইন বা সামাজিক বিধি নিষেধের লঙ্ঘন। যৌন উদ্দেশ্যে শিশুর শরীর স্পর্শ, পর্নোগ্রাফী. অশ্লীল বাক্য, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদিও যৌন নির্যাতনের অর্ন্তভূক্ত।

জ. শোষণ : ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের জন্য বানিজ্যিক বা অন্যভাবে কর্মক্ষেত্রে বা অন্যান্য কার্যক্রমে শিশুকে শোষণ করা। শিশু শ্রম এবং শিশু পতিতাবৃত্তি এর উদাহরনহিসাবে দেখানে্ যেতে পারে। এই ধরনের নির্যাতন মিশুর শারিরীক, মানসিক, শিক্ষা বা মনোজাগতিক, নেতিক বা সামাজিক-আবেগীয় উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৬. শিশু অধিকারের অনুসৃত মূলনীতিসমূহ

সিপ এর প্রনীত শিশু সুরক্ষা নীতিমালায় জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের নিম্নোক্ত মূলনীতি ও ধারাসমূহকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে-

ক. বৈষম্যহীনতা : জাতি, ধর্ম, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল শিশুর নির্যাতন এবং শোষন থেকে রক্ষা পাওয়ার সমান অধিকার আছে। শিশুকে তার প্রাপ্য অধিকার অর্জনে উৎসাহ দেয়া এবং এক্ষেত্রে যে কোন ধরনের অসমতা সৃষ্টি প্রতিহত করা উচিৎ।

খ. শিশুর সবোত্তম স্বার্থ : আমাদের সকল কার্যক্রমে শিশুর সবোত্তম স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

গ. অংশগ্রহণ : প্রাসঙ্গিক হলে আমাদের সকল কার্যক্রমে এবং একই সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ. বেচেঁ থাকা ও বিকাশ : আমাদের সকল কার্যক্রমে শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশের বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে।

নীতিমালা প্রনয়নে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের যে ধারাসমূহকে অনুসরন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ-

ধারা ০২: শিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরন ।
ধারা ০৩: শিশুর সবোত্তম স্বার্থের প্রাধান্য ।
ধারা ০৬: জীবনধারন, জীবনরক্ষা এবং বেড়ে উঠা ।
ধারা ১২: মত প্রকাশের অধিকার ।
ধারা ১৯: শিশু প্রতিপালন ।
ধারা ২৩: প্রতিবন্ধি শিশুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ।
ধারা ২৮: সব শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা ।
ধারা ৩২: অর্থনৈতিক শোষন এবং যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, যেখানে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে ।
ধারা ৩৪: সকল প্রকার যৌন নির্যাতন থেকে শিশুকে রক্ষা করা ।
ধারা ৩৫: সকল প্রকার অপহরন ও পাচার থেকে শিশুকে রক্ষা করা ।
ধারা ৩৬: অনিষ্টবর সব ধরনের শোষণ থেকে শিশুকে রক্ষা করা ।
ধারা ৩৭: কোন শিশুকে নির্যাতন, মৃত্যুদন্ড এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা ।

৭. সিপের আচরণ বিধি

সকল কর্মী ও অন্যান্য যারা শিশুর সংস্পর্শে আসে তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

- শিশু অধিকার সর্ম্পকে ভালোভাবে জানা ।
- যে এলাকার শিশুদের নিয়ে কাজ করা হবে সে এলাকার সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি ও আচার আচরন সম্পর্কে সকল কর্মীর পরিস্কার ধারনা থাকা ।
- ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকা ও সে সর্ম্পকে ব্যবস্থা নেওয়া ।
- এমনভাবে কর্ম পরিকল্পনা ও কর্মস্থান নির্বাচন করা যাতে শিশুর নিরাপত্তা ব্যাহত হবার ঝুঁকি সর্বাপেক্ষা কম হয় ।
- শিশুদের সঙ্গে কাজ করার সময় যত দূর সম্ভব দৃশ্যমান হওয়া ।
- খোলামনে আলোচনা করতে পারার পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে সম্ভাব্য যে কোন বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা করা যায় ।
- কর্মীর মধ্যে জবাবদিহিতার মনোভাব নিশ্চিত করা যাতে শিশুর সাথে দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনমূলক আচরণ করলে কর্মীকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় ।
- কর্মী ও অন্যান্যের সাথে শিশুর কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তা শিশুর সাথে কথা বলে জানা ও শিশুদের তাদের উদ্বেগসমূহ উত্থাপন করার জন্য উৎসাহিত করা ।
- নির্ভয়ে শিশুরা যাতে কর্মীদের বা শিশুদের সংস্পর্শে যারা থাকেন তাদের আচরন সম্পর্কে বলতে পারে এমন পরিবেশ / ব্যবস্থা রাখা ।
- শিশুর ক্ষমতা বাড়ানো- তাদের অধিকার সমূহ, কী গ্রহনযোগ্য ও কী গ্রহনযোগ্য নয় তাদের সাথে আলোচনা করা ।

সাধারনত কর্মীদের যা করা উচিত নয়

- অন্যদের থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে শিশুর সঙ্গে একা দীর্ঘ সময় কাটানো
- কোন শিশুকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া
- শিশুকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে যেখানে ওরা আপনার সঙ্গে একা থাকবে ।
- শিশুদের স্পর্শ করে কথা বলা

কর্মী এবং অন্যান্যরা যা কখনই করতে পারবে না

- শিশুকে আঘাত করা বা মারধর করা বা শারীরিক নির্যাতন করা
- শিশুর সাথে শারীরিক/যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা

- শিশুর সাথে এমন কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যা শোষণ বা নিপীড়নমূলক বলে মনে হতে পারে
- নিপীড়নমূলক বা শিশুকে নির্যাতনের হুমকি/ঝুঁকির মধ্যে ফেলে এমন কোন কাজ করা ।

কর্মী এবং অন্যান্যদের যে কাজগুলো কখনোই করা উচিত নয়

- শিশুর নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মীয় আচার আচরন নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ।
- শিশুর নাম বিকৃত করে কথা বলা ।
- শিশুর সাথে 'তুই' সম্বোধন করে কথা বলা ।
- এমন কোন ভাষা ব্যবহার করা, প্রস্তাব দেওয়া বা উপদেশ দেওয়া যা অশালীণ বা নির্যাতনমূলক ।
- এমন শারীরিক ভঙ্গী বা আচরণ করা যা যৌনতার উদ্রেক করে ।
- বিনা তত্ত্বাবধান কাজের সাথে সংশ্লিষ্ঠ শিশুকে নিজের বাড়ীতে রাত্রে রাখা ।
- কাজের সাথে সংশ্লিষ্ঠ শিশুর সাথে একই কামরায় বা একই বিছানায় ঘুমানো ।
- নিজের ব্যক্তিগত কাজ যা শিশু নিজে করতে পারে তা করে দেওয়া ।
- শিশুর অপরাধ জনক, ঝুঁকিপূর্ণ ও নির্যাতনমূলক আচরণ সমূহ না দেখা বা তাতে নিজে অংশগ্রহন করা ।
- শিশুকে লজ্জা দেয়া, অপমান করা, ছোট করে দেখা বা হেয় করার উদ্দেশ্যে বা তার অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোন কাজ করা ।
- বৈষম্যমূলক আচরন করা- কোন শিশুকে বিশেষ সুবিধা দেয়া ।
- কর্মীদের ব্যক্তিগত কাজ শিশুদের দিয়ে করানো ।

৮.ক. বাস্তবায়ন কৌশল

সিপ তার জন্মলগ্ন থেকেই সর্বক্ষেত্রে শিশুদের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ । কাজেই এর সকল কার্যক্রমে শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি অবশ্যপালনীয় । সিপের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নের কৌশল নিম্নরূপ-

ক. যেহেতু এই দলিলে শিশুদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সেহেতু সংগঠনের সকল পর্যায়ে এর পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ বাধ্যতামূলক ।

খ. এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য সিপ অবশ্যই তার সকল পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল ও প্রক্রিয়া, কার্যক্রম, আচরনবিধি, নিয়োগ প্রক্রিয়া এমনকি অবকাঠামো যাতে শিশুবান্ধব হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে ।

গ. এই নীতিমালার সকল অংশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য আর্ন্তজাতিক সংস্থার নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে ।

ঘ. এই নীতিমালা সিপ এর কার্যক্রমের প্রকৃতি ও ধরনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন হতে হবে এটি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল স্থরের স্টাফ, সদস্য সংগঠন, নির্বাহী বোর্ড এবং সম্ভব হলে বাইরের পরামর্শদাতা, স্বেচ্ছাসেবক বা সেবা প্রদানকারীদের মতামত নেয়া যেতে পারে ।

ঙ. সংগঠনের অন্যান্য নীতিমালা (ফিনান্সিয়ার পলিসি, নিয়োগ পলিসি, সার্ভিস রুল ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো যদি শিশু সুরক্ষা নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে পরিবর্তন করতে হবে এবং অবশ্যই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা কার্যকর করার পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে ।

চ. নীতিমালা বর্ণিত আচরনবিধি সিপ এর সকল কার্যক্রম যেমন- কর্মী, পরামর্মদাতা, স্বেচ্ছাসেবক এবং পন্যদ্রব্য সরবরাহকারী নিয়োগ, প্রকিওরমেন্ট, পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারন, কার্যক্রম বাস্তবায়ণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ।

ছ. সিপের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি, নীতিমালার বাস্তবায়ন, মনিটরিং, তদন্ত কার্যক্রম, প্রতিবেদন তৈরিতে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করবে ।

জ. সিপের সকল স্টাফ, সদস্য সংগঠন, নির্বাহী বোর্ড, ঠিকাদার, পরামর্শদাতা, স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য সেবাদাতারা যাতে এই নীতিমালার সকল বিষয় এবং বাস্তবায়ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত থাকেন তা নিশ্চিত করতে হবে ।

ঝ. জাতীয় ও অন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিশু অধিকারের সাথে যুক্ত সংস্থাগুলোর সাথে শিশু সুরক্ষানীতিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ে যোগাযোগ, সমন্বয়, তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে ।

৮.খ. বাস্তবায়ন পদ্ধতি

শিশু সুরক্ষা নীতিমালায় শিশু নির্যাতন রোধ ও নিরসন বিষয়ে "সু-কর্মের" নিদের্শনা আছে, এবং সেজন্য এই নীতিমালা সিপ- এর সাথে কিংবা সিপ এর পক্ষে যারা কাজ করে তাদের সবাইকে সরবরাহ করতে হবে ও তাদের প্রত্যেকে এই নিদের্শ মেনে চলাতে হবে। নীতিমালাটি সিপ এর সহযোগী সংগঠনসমূহ যাতে সম্মান করে যে জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে ।

এই নীতিমালাটি সংস্থার কর্মী ও অন্যান্য ব্যক্তি বা দলের জন্য কিভাবে প্রযোজ্য হবে তার বিবরণ নীচে দেয়া হলো-

সংস্থার কর্মীর ক্ষেত্রে

এই নীতিমালায় শিশু নির্যাতন রোধে এবং নির্যাতনের আশঙ্কা থাকলে, শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে ও অভিযোগ আসলে তা বুঝা ও তাতে সাড়া দেবার বিষয়ে সিপ এর কর্মীর ভূমিকা ও দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে । শিশুর প্রতি কর্মী ও অন্যান্যের আচরন কি রকম হবে তাও এতে বলা হয়েছে ।

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশুর নিরাপত্তার প্রতি সিপ এর অঙ্গীকার নিশ্চিত করতে শিশু নির্যাতনের ঘটনা বুঝতে পারা ও সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া কর্মীর জন্য জরূরী যাতে শিশুরা নিরাপত্তা পায় এবং তাদের চাহিদা পূরন হয় । এছাড়া সংস্থার অধীনে সব প্রকল্পের কাজকর্মের মধ্যে শিশু নির্যাতনের ঝুকিঁ কমিয়ে আনার জন্য শিশুদের সাথে কাজ করার সময় কমীর্র ও অন্যান্যের সর্বোচচ পেশাগত মান, নৈতিক আচরন ও সততা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী । শিশুর সাথে সংস্থার কর্মী ও অন্যান্য ব্যক্তির পেশাগত এবং নীতিগত আচরন এই নীতিমালার মানদন্ডে পরিমাপ করা হবে । কর্মী ও অন্যান্যরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও শিশুদের প্রতি আচরনের এই মান অর্জনে সচেষ্ট হবেন ।

সিপ যেহেতু শিশু অধিকারের উপর ভিত্তি করে শিশুদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে এমন একটি সংস্থা তাই সিপের সাথে কাজ করার অর্থ হচ্ছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের মূলনীতি ও সিপের শিশু অধিকার সংক্রান্ত কাজের প্রতি সমর্থন ও বিশ্বাস করতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা । স্থানীয় পর্যায়ে, যেখানে কর্মীরা বাস করে ও কাজ করে, এই নীতির প্রতিফলন না থাকলেও এইনীতির মারাত্মক লংঘণ বা সিপের শিশু অধিকার সংক্রান্ত কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী আচরণ কোনভাবেই মার্জণাযোগ্য হবেনা ।

স্বেচ্ছাসেবকদের ক্ষেত্রে

সকল স্বেচ্ছাসেবকে এই নীতিমালা সম্মন্ধে সচেতন করা জরূরি এবং বিশেষকরে যেখানে প্রায়শঃ শিশুর সংস্পর্শে আসতে হয় সেক্ষেত্রে এই নীতিমালা ও নির্দেশনা কিভাবে সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় তা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে ।

যে সকল স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই শিশুর সংস্পর্শে আসতে হয়, তারা যাতে এই নীতিমালা বুঝে ও সেই মত কাজ করে সে জন্য সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এবং শিশু রক্ষা সংক্রান্ত সাম্ভাব্য যে কোন বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কর্মবিধি প্রণয়ন করবে। কর্মীর জন্য প্রযোজ্য যে প্রক্রিয়া "নির্বাচন ও নিয়োগ বিধিমালায়" বর্ণনা করা হয়েছে সেরকম বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়া সেচ্ছাসেবক নিযুক্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা আবশ্যক ।

সহযোগী সংগঠন

সিপের অধীনে পরিচালিত প্রকপ্পগুলোর সুবিধাভোগী শিশুরা ও শিশুক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছে এবং অনেক সময় এসব সহযোগী সংস্থার শিশুদের সাথে সিপের সরাসরি যোগাযোগ বা কর্মকান্ড হয় না, তবুও শিশুর উপর এই কাজের যে প্রভাব পড়বে তার দায়িত্ব সিপ বহন করে ।

যেক্ষেত্রে সিপ শিশুর সাথে সরাসরি কাজ করার জন্য সহযোগী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকে বা তাকে অর্থ যোগায় বা সহযোগিতা দেয় সেক্ষেত্রে অংশীদারত্ব চুক্তিপত্রে এই নীতিমালা ও নির্দেশনার প্রতিফলন থাকা অত্যাবশ্যক ।

আলোচনা ও এডভোকেসি বা সামর্থ সৃষ্টির কৌশলের মাধ্যমে সহযোগী সংগঠনের সাথে শিশুর নিরাপত্তা বিধানে যৌথ-অঙ্গীকারের বিষয়ে একমত হতে হবে । সিপকে নিশ্চিত হতে হবে যে, সহযোগী সংগঠনরা নীতিমালাটি চর্চা করবে ও ব্যবস্থাপনায় শিশু সুরক্ষা ও শিশু নির্যাতনে সাড়া দেবার বিষয়ে এই অঙ্গীকারের প্রতিফলন থাকবে ।

অনুপযুক্ত চর্চা বা সংস্থার মধ্যে শিশু নির্যতন বিষয়ে সকল বিদ্যমান ও সম্ভাব্য সহযোগী সংগঠনের কাছে স্পষ্ট করা উচিত যে, সংস্থার বা এর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কোন কার্যকলাপ বা আচরন এই নীতির পরিপন্থি বলে গুরুতর সন্দেহ দেখা দিলে সিপ ঐ সহযোগীতার সম্পর্ক বজায় রাখতে সমর্থ হবেনা ।

অন্যান্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা দলের ক্ষেত্রে

শিশুদের উন্নয়নের জন্য সিপ বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি যেমন, শিশুর পিতা মাতা বা অভিভাবক, স্থানীয় নেতা, এলাকাবাসী ও শিশুর নিয়োগকর্তাদের সাথে কাজ করে থাকে ।

এছাড়া সিপ প্রকল্প এলাকায় শিশূঅধিকার বিষয়ক ধরনের বিষয়ে গবেষনা পরিচালনার জন্য পরামর্শদাতা ও গবেষক নিয়োগ করে থাকে । শিশু নির্যাতন রোধে সিপের যে অঙ্গীকার রয়েছে তা তাদের জানানো খুব প্রয়োজন । সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হবে, এটা নিশ্চিত করা যাতে তারা এই নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত হয়, যাতে শিশুদের জন্য তাদের কোন উদ্বেগ থাকলে কখন কি করতে হবে তা স্পষ্ট বুঝতে পারে এবং সিপের আচরণবিধি অনুযায়ী তারা পরিচালিত হন । (আচরনবিধি অংশটুকু দেখুন) ।

সিপের অধীনে পরিচালিত সকল সঞ্চয় ও ঋন কার্যকমের সুবিধাভোগী কোন সদস্য যদি প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে শিশু নির্যাতনে অংশ নেন এবং তা সংস্থার গোচরে আসে তবে সংস্থা তাকে কোন ধরনের সুবিধা প্রদান করবে না এবং একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার সদস্য পদ বাতিল করা হবে ।

শিশুর সংস্পর্শে আসা সিপের কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি নিয়োগ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শিশু রক্ষার বিষয়গুলির প্রতিফলন থাকবে হবে ।

গবেষনা কাজে নিয়োগকৃত পরামর্শদাতা ও গবেষকের বা গবেষক দলের কাজে ও ব্যবহারে সিপের যদি কোন উদ্বেগ থাকে তাহলে তা শিশু সুরক্ষা বিষয় হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং পরবর্তীতে তাদের সংগে চুক্তি বাতিল বা পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে ।

৮.গ. কার্যক্রম

কার্যক্রম: সিপের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হবে ।

সচেতনতা

১) শিশুর অধিকার কিভাবে লঙ্ঘন বা শিশু কিভাবে নির্যাতনের শিকার হাতে পারে সে বিষয়ে সিপ এর সকল স্টাফ, সদস্য সংগঠন, নির্বাহী বোর্ড সদস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহন করা হবে । এজন্য প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন, কর্মশালার অয়োজন এবং বিভিন্ন ক্যাম্পেইন উপকরন যেমন পোস্টার, লিফলেট, ডিসপ্লে বোর্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে ।

২) সিপের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা কর্মীদের জনর্য অথবা শিশু নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে, অথবা নীতিমালায় কোন পরিবর্তন আনয়ন করা হলে বিশেষ ওরিয়েন্টেশন এর আয়োজন করা হবে । স্বেচ্ছাসেবক , ঠিকাদার, কনসালটেন্টদের সংক্ষিপ্ত আকারে ওরিয়েন্টেশন দেয়া যেতে পারে ।

প্রতিরোধ

১) ব্যক্তিগত ও পেশাদারী আচরন, সচেতনতা ইত্যাদির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে যে সংস্থার শিশুদের জন্য ঝুঁকির মাত্রা প্রশমিত হয়েছে।
২) কর্মী, সেবাদানকারী, পরাপমর্শদাতাদের নিয়োগে নীতিমালা মানা হয়েছ কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
৩) শক্তিশারী মনিটরিং প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।
৪) প্রতি বছর সংস্থায় শিশু নির্যাতনের সম্ভাব্য ঝুঁকি যাচাই করতে হবে।
৫) শিশুদের ছবি, ব্যক্তিগত তথ্য বা এমন কোন তথ্য কোন মাধ্যমে প্রচার করা যাবেনা যা তাদের নিরাপত্তায় ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে।

নিয়োগ ও নির্বাচন প্রক্রিয়া

১) বিজ্ঞাপিত পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং শিশুদের সাথে সংশ্লিষ্টতার মাত্রা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা প্রদান করা হবে যাতে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন সম্ভব হয়।
২) শিশু অধিকারের প্রতিপ্রার্থীর সংবেদনশীলতা যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট আবেদন ফরম ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে পূরণকৃত তথ্য, ক্রিমিনাল রেকর্ড যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে সহায়ক হবে।
৩) লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ও রেফারেন্স চেকের মাধ্যমে প্রার্থীর শিশু অধিকারের প্রতি সংবেদনশীলতা যাচাই করা হবে।
৪) অন্যান্য নিয়োগ যেমন পরামর্শদাতা, স্বেচ্ছাসেবক , সেবাদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের অতীত রেকর্ড যাচাই করতে হবে।
৫) নিয়োগ দানের পূর্বে প্রার্থী অবশ্যই শিশু সুরক্ষা নীতিমালা পড়ে তার প্রতি সম্মতিজ্ঞাপন করে স্বাক্ষর করবেন।

শিশু নির্যাতন ইস্যুতে সাড়া প্রদান

১) ক্ষতিগ্রস্থ শিশু নিজে বা অভিভাবক বা অন্যদের সহায়তায় বা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গরা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঘটনা সম্পর্কে মৌখিক বা লিখিতভাবে জানাবে।
২) অভিযোগ পাওয়া গেলে ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা যাচাই করবেন এবং যদি ঘটনা সত্যি হয়ে থাকে এবং তা যদি গুরুতর নির্যাতনের পর্যায়ে পরে সেক্ষেত্রে প্রথমেই তিনি আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসা নিশ্চিত করবেন এবং তৎক্ষনাত তদন্ত কার্যক্রম গ্রহন করবেন বা সংস্থার সাধারন সম্পাদকের পরামর্শে ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করবেন।
৩) ব্যবস্থাপনা কমিটি আক্রান্ত শিশুর আইনী সহয়তা নিশ্চিত করবেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ শিশু ও তার পরিবার, প্রত্যক্ষদর্শী বা অভিযোগ দায়েরে সহায়তাকরীর নিরাপত্তা, সহায়তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন।
৪) অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর, চুড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহন না করা পর্যন্ত অভিযুক্তকে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হবে।
৫) তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি অভিযোগের বিষয়ে শুনানীর ব্যবস্থা করবেন যেখানে নির্যাতিত শিশু, প্রত্যক্ষদর্শী, তদন্তদল এবং অভিযুক্তের বক্তব্য গ্রহন করা হবে। উপযুক্ত স্বাক্ষ্য-প্রমানের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কমিটি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এবং নির্যাতিত শিশু ও তার পরিবারকে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করবেন।
৬) ব্যবস্থাপনা কমিটির বিচারের রায় যদি অভিযোগকরী বা অভিযোগকরীগন বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সন্তুষ্ট না হন, তবে তারা অভিযোগটি সাধারন সম্পাদক বরাবর আপিল আবেদন করবেন। আপিলের প্রেক্ষিতে সাধারন সম্পাদক ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত, তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা ও উভয়পক্ষের শুনানী শেষে বিষয়টির সুরাহা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। এই ক্ষেত্রে সাধারন সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৭) শিশু নির্যাতনের ধরন যদি ফৌজদারী দন্ডবিধির আওতায় থাকে তাহলে তা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় আইন ও আদালতের সহায়তা নিতে হবে।

৯. ব্যবস্থাপনা

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক দায়িত্ব অর্পন করবেন। সাধারন সম্পাদক ২টি স্থায়ী কমিটি যথা- ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মনিটরিং কমিটি গঠন করবেন। সকল অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হবে এবং এই কমিটিই বিষয়টির সুরাহা করবেন। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রয়োজনে সাধারন

সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে এই কমিটি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সাপেক্ষে অভিযোগটি সুরাহা বা নিষ্পত্তি করবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির বিচারের রায় যদি অভিযোগকরী বা অভিযোগকরীগন বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সন্তুষ্ট না হন, তবে তারা অভিযোগটি সাধারন সম্পাদক বরাবর আপিল আবেদন করবেন। আপিলের প্রেক্ষিতে সাধারন সম্পাদক ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত, তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা ও উভয়পক্ষের শুনানী শেষে বিষয়টির সুরাহা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। এই ক্ষেত্রে সাধারন সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৯.১ নির্বাহী কমিটি

সিপের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি সাধারন সম্পাদককে সার্বিক দায়িত্ব অর্পন করবেন।

৯.২ সাধারন সম্পাদক

- সাধারন সম্পাদক নির্বাহী কমিটির কাছে প্রতি ৩ মাস অন্তর এই বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করবেন।
- সাধারন সম্পাদক এই নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২টি কমিটি যথা- ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মনিটরিং কমিটি গঠন করবেন।
- ব্যবস্থাপনা কমিটির রায়ে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যদি সন্তুষ্ট না হয়, তবে তারা অভিযোগটি সাধারন সম্পাদক বরাবর আপিল আবেদন করবেন। আপিলের প্রেক্ষিতে সাধারন সম্পাদক ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত, তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা ও উভয়পক্ষের শুনানী শেষে বিষয়টির সুরাহা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন। এই ক্ষেত্রে সাধারন সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৯.৩ ব্যবস্থাপনা কমিটি

সিপের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে এই কমিটি।

কমিটি গঠন

- এই কমিটি হবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট।
- কমিটিতে থাকবেন (১) প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (২) প্রোগ্রাম ম্যানেজার-ডিপি এবং (৩) একাউন্টস এন্ড এডমিন অফিসার- সিপ।
- প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ফোকাল পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির কার্যাবলী

- শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম এই কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
- সিপের কর্ম এলাকায় সংগঠিত শিশু সুরক্ষা নীতিমালার লঙ্ঘনজনিত সকল অভিযোগ এই কমিটি মাসিক ভিত্তিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষন করবেন। জরুরী কোন প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সভা আহবান করা যাবে।
- মারাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে অভিযোগের প্রাপ্তির ৬ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শুরু করতে হবে। এর মধ্যে নির্যাতিত শিশুর চিকিৎসা সহায়তা প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইন রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করতে হবে।
- শিশু সুরক্ষা নীতিমালার লঙ্ঘনজনিত সকল তদন্ত এই কমিটি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- প্রয়োজনে সাধারন সম্পাদকের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১টি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রুততার সাথে পরবর্তী কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।
- এই কমিটি শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহন করবে।
- পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নিয়োগ, প্রকিওরমেন্ট, অবকাঠামোর উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এই নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা তা এই কমিটি নিশ্চিত করবে।
- ব্যবস্থাপনা কমিটি শিশু সুরক্ষা নীতিমালা সম্পর্কিত সকল আর্থিক কার্যক্রম এবং বাজেট তৈরী করবেন।
- এই কমিটি মাসিক ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন সংস্থার সাধারন সম্পাদক বরাবর প্রেরন করবেন।
- নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের স্বার্থে এই কমিটি বিভিন্ন সুপারিশমালা সাধারন সম্পাদকের নিকট পেশ করবেন।

৯.৩.১ তদন্ত কমিটি

সিপ এর শিশু সুরক্ষা নীতিমালার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার পূর্ণ তদন্ত করার জন্য প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারন সম্পাদকের পরামর্শে একটি ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করবেন।

তদন্ত কমিটি গঠন

- এই কমিটি হবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট।
- কমিটিটি সংস্থার সুপারভাইজার পর্যায় পর্যন্ত যেকোন ৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।
- প্রয়োজনে সংস্থা বাইরের থেকেও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহন করতে পারে।

তদন্ত কমিটির কার্যক্রম

১) মারাত্মক ঘটনার ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রাপ্তির ৬ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শুরু করতে হবে।

২) নির্যাতনের মাত্রা গুরুতর না হলে অভিযোগ গ্রহণের পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৩) তদন্তের প্রয়োজনে নির্যাতিত শিশুকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করা যাবেনা যাতে শিশু বিব্রত বোধ করে। যে পরিমান তথ্য পেলে নির্যাতনের বিষয়টি প্রমান করা যাবে, শুধু সে পরিমাণ তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিশু সহজবোধ করে এবং নিজ থেকেই তথ্য প্রদানে সহায়তা করে।

৪) জিজ্ঞাসাবাদের সময় শিশুটিকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তার দেয়া তথ্য তার উপকারের জন্য কাজে লাগবে এবং কিভাবে কাজে লাগবে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। তথ্য গোপন রাখা হবে এরকম আশ্বাসের বিনিময়ে তার কাছ থেকে তথ্য নেয়া যাবে। শিশুটিকে আশ্বস্ত করতে হবে যে তার দেয়া তথ্য নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কারো কাছে দেয়া হবেনা।

৫) তদন্ত চলাকালীন সময়ে এর কোন তথ্য কোন মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবেনা।

৬) তদন্ত বিষয়ক যে কোন কার্যক্রমে সিপ এর সকল কর্মী, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সদস্য সংগঠনগুলো পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে।

৭) তদন্ত শেষ হওয়ার সর্বোচ্চ তিন দিনের মধ্যে উপযুক্ত নথিপত্রসহ একটি প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে প্রদান করতে হবে। গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

৯.৪ মনিটরিং কমিটি

৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে সিপের শিশু সুরক্ষা নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিয়মিত মনিটরিং করা হবে।

মনিটরিং কমিটি গঠন

- এই কমিটি হবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট।
- কমিটিতে থাকবেন (১) প্রোগ্রাম মনিটর (২) প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর- আমরাও মানুষ এবং (৩) প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর- পিআরডিসি।
- প্রোগ্রাম মনিটর ফোকাল পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম

- এই কমিটি সিপ-এর শিশু সুরক্ষা নীতিমালাটি নিয়মিত মনিটরিং করবেন।
- এই কমিটি সিপের শিশু সুরক্ষা নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন, পরিবর্তন ও পরিমার্যনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে কাজ করবেন।
- মনিটরিং কমিটি মনিটরিং করার সময়ে সিপের শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বিরোধী কোন ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলে তার মূল ঘটনার বিশদ বিবরন ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে পেশ করবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি সেই প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।
- মনিটরিং কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট মনিটরিং প্রতিবেদন পেশ করবেন।

১০. গোপনীয়তা

নির্যাতিত শিশু সম্পর্কিত সকল তথ্য এবং নথিপত্র সর্বোচ্চ গোপনীয়তার সাথে সংরক্ষন করা হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে যতটুকু তথ্য প্রকাশের প্রয়োজন তার অধিক কোন তথ্য প্রকাশ করা যাবেনা। এছাড়া শিশুদের সম্ভাব্য নির্যাতন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোন নির্যাতনের তথ্য নাম-পরিচয় ব্যতিরেকে সীমিত আকারে শুধুমাত্র উদাহরন হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্যাতিত শিশুর পরিচয় প্রকাশ করা যাবেনা। গোপনীয়তা ভঙ্গ হলে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংস্থার বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি র ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

১১. নীতিমালা পূনঃমূল্যায়ন

সিপ শিশু সুরক্ষা নীতিমালাটি প্রতি ২ বছর অন্তর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্যন করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে সভা আয়োজন করবে। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্যনের পর সংস্থা অতি দ্রুত সংশোধিত নীতিমালাটির বাস্তবায়ন শুরু করবে।

১২. উপসংহার

যেহেতু এই দলিল সিপের শিশুদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করার সাংগঠনিক নীতিমালা বর্ননা করে তাই সংস্থার সকল অংশে এর পূর্ণ বাস্ত বায়ন বাধ্যতামূলক। সকল ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যে তাদের ব্যবস্থাপনার অধীনে সকল কর্মী এবং অন্যান্যরা এই নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন ও এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বিদ্যমান। সিপের সকল কর্মী এবং অন্যান্যদের এই নীতিমালার গুরুত্ব ও বাধ্যবাধকতা বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সিপের সাথে যুক্ত কোন ব্যক্তির সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, সিপের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বা বাইরে যেখানেই হোক না কেন শিশু সম্পর্কিত তার কোন আচরন অপরাধমূলক, আপত্তিকরভাবে শিশুর অধিকার খর্ব করে বা এই নীতিমালার মূলনীতি ও মান লংঘণ করে – সেক্ষেত্রে সংস্থা তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে এবং প্রকৃতি, পরিস্থিতি ও স্থানভেদে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবে। এর অর্থ হলো ঃ

কর্মীর ক্ষেত্রে	-	শাস্তিমূলক ব্যবস্থা / বরখাস্ত।
স্বেচ্ছাসেবকের ক্ষেত্রে	-	কাজ বাতিল করা।

প্রকৃতি, পরিস্থিতি ও স্থানভেদে সিপ অন্য কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিতে পারে, যেমন শিশুকে রক্ষা করার জন্য পুলিশের সাহায্য নেওয়া, ও যথাযত হলে আইনের আশ্রয় নিতে পারে। শিশুরা যাতে নির্ভয়ে নির্যাতনের কথা জানাতে পারে সেজন্য সিপ অফিসের প্রধান কার্য্যালয়ে ও প্রতিটি শাখা অফিসে অভিযোগগ্রহনকারীর নাম, ফোন নম্বর ও যোগাযোগের ঠিকানা লেখা থাকবে। শিশুদের অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা গুরত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

***** ধন্যবাদ *****